পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড পরিচালনায় আপনাদের অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ আর্থিক বিবৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারা আমাদের জন্য প্রকৃতই আনন্দের।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ সালের সমাপ্ত অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, আপনাদের সদয় অনুমোদনের জন্য অদ্য ১৬তম সাধারণ সভায় উপস্থাপন করছি। উক্ত প্রতিবেদন মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্টান্টস কর্তৃক করা হয়েছে, এতে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জীবন বীমা শিল্প ঃ

বীমা শিল্প অর্থনীতির একটি অপরিহার্য্য অংশ। উন্নত বিশ্বে জীবন বীমা খাত অর্থনীতির নিয়ামক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে আশার কথা স্বাধীনতার পর থেকে জীবন বীমা আমাদের অর্থনীতিতেও প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে চলেছে। বর্তমানে বীমা খাতে প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি কিছুটা অস্থিরতাও বিরাজমান। তথাপিও ২০১৬ সালে দেশের বীমা শিল্প তার প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

জীবন বীমা ব্যবসার উৎস হলো জনগণের সঞ্চিত আয়, আর সে জন্য জীবন বীমা শিল্পে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বীমা ব্যবসায় জনসাধারণের লগ্নীকৃত সঞ্চিত আয়ের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকার বীমা আইন ২০১০ প্রনয়নসহ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) মাধ্যমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন, পাশাপাশি সাধারণ জনগণের বিনিয়োগকৃত সঞ্চয়েরও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন।

ব্যবসার অগ্রগতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে আনন্দের সাথে জানাতে চাই, বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যেও ২০১৬ সনটি হচ্ছে কোম্পানীর অন্যতম সাফল্যের বছর। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের শক্তিশালী মার্কেটিং জনশক্তি, সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো, ব্যবসার গুনগতমান এবং উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের দিক লক্ষ্য রেখে ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনা খাতে কম ব্যয় করা।

এ বছর কোম্পানী মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ৮০.৫৫ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় ব্যবসা -৯.৫১ % হ্রাস পেয়েছে। আশা পোষণ করছি, আগামীতে এ ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। অত্র কোম্পানী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, এবং রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর সকল আইন ও বিধি বিধান পরিপালন করে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে বিধায় ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে।

২০১৭ সালের ব্যবসার পরিকল্পনা ঃ

কোম্পানীর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে ২০১৬ সালের ব্যবসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করেন যে, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকুলে থাকলে এবং কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে তা অর্জন করা সম্ভব হবে। পরিচালনা পর্ষদ সারাদেশে বীমা পলিসি বিক্রয় ব্যবস্থার, সম্প্রসারণ, দক্ষ জনবল সৃষ্টি করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিচক্ষনতার সাথে বিষয়গুলো পরিপালনে উদ্যোগী হয়েছেন, যা ২০১৬ সালের ব্যবসা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

আর্থিক ফলাফল ঃ

এ বছর কোম্পানীর মোট লাইফ ফান্ড হয়েছে ২৭০.৯৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ০.৮৮ কোটি বেশি (গত বছর ছিল ২৭০.০৭ কোটি টাকা)। ২০১৬ সালে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬৮.১৪ কোটি টাকা; যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪.৯৬ কোটি টাকা বেশি। প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.৮৮%। বিনিয়োগের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এ বিনিয়োগের আয় কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ও পলিসিহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

ঝুঁকি বা Life Risk হলো ক্ষতির সম্ভবনা। যদিও ইহা অনিশ্চিত তথাপি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইহাকে সম্ভাব্য ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে জীবন বীমার ভিত্তি হলো Life Risk। প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ধারণ এর প্রভাব অনুধাবন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে।

লাইফ ফান্ড ঃ

২০১৬ সালে লাইফ ফান্ড উন্নীত হয়েছে ২৭০.৯৫ কোটি টাকা, যা ২০১৫ সালের ২৭০.০৭ কোটি টাকা থেকে ০.৮৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বছর ভিত্তিক বিগত পাঁচ বছরের লাইফ ফান্ডের পরিমাণ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

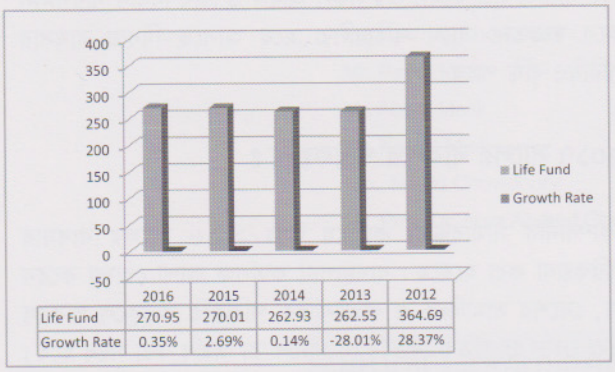

	2016	2015	2014	2013	2012
Life Fund	270.95	270.01	262.93	262.55	364.69
Growth Rate	0.35%	2.69%	0.14%	-28.01%	28.37%

দাবী পরিশোধ ঃ

২০১৬ সালে পলিসি গ্রাহকদেরকে মেয়াদ উত্তীর্ণজনিত দাবী, সার্ভাইবাল সুবিধাজনিত দাবী, মৃত্যুজনিত দাবী এবং দুর্ঘটনাজনিত দাবী সংক্রান্ত পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬১.৭৪ কোটি টাকা। যা ২০১৫ সালের ৫৯.৮৬ কোটি টাকার তুলনায় ৩.১৪% বেশী। এই খাতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার কারণ হচ্ছে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সহ মেয়াদপূর্তি এবং সার্ভাইভাল বেনিফিট জনিত অর্থ প্রদান। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইস্যুকৃত লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসিসমূহ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। একই সময়ে মেয়াদউত্তীর্ণজনিত দাবী, সার্ভাইবাল সুবিধাজনিত দাবী, মৃত্যুজনিত দাবী এবং দুর্ঘটনাজনিত দাবী যথাক্রমে বীমা গ্রহীতাকে পরিশোধ করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে, দাবী পরিশোধের চিত্র ধারাবাহিকভাবে উর্ধ্বমুখী। প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ সবসময় দাবী প্রদান সঠিকভাবে সম্পন্ন করেছে।

বছর ভিত্তিক বিগত পাঁচ বছরের বীমা দাবী পরিশোধের পরিমাণ চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলো ।ঃ

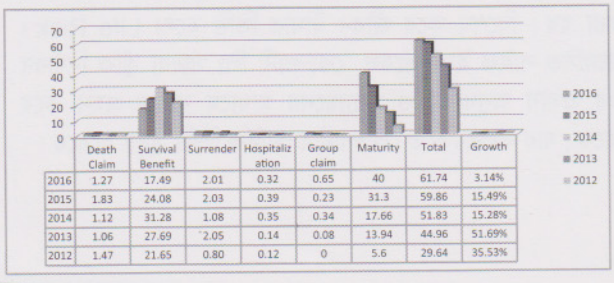

	Death Claim	Survival Benefit	Surrender	Hospitalization	Group claim	Maturity	Total	Growth
2016	1.27	17.49	2.01	0.32	0.65	40	61.74	3.14%
2015	1.83	24.08	2.03	0.39	0.23	31.3	59.86	15.49%
2014	1.12	31.28	1.08	0.35	0.34	17.66	51.83	15.28%
2013	1.06	27.69	2.05	0.14	0.08	13.94	44.96	51.69%
2012	1.47	21.65	0.80	0.12	0	5.6	29.64	35.53%

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১৬ইং সালে বিক্রয় কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বীমা কর্মীকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে তারা যেমন দক্ষ হয়েছে তেমনি কোম্পানীও উপকৃত হয়েছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রম ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বর্তমান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ গাইড লাইন প্রণয়ন করেছে এবং কোম্পানীর হিসাব বিভাগের প্রধান (CAMLCO) কে আহ্বায়ক করে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) গঠন করা হয়েছে, যাতে সন্দেহজনক লেনদেন সহজেই সনাক্ত করা যায়।

মোট প্রিমিয়াম ঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০১৫ সালে ৮৯.০২ কোটি টাকার বিপরীতে ২০১৬ সনে ৮০.৫৫ কোটি টাকা মোট প্রিমিয়াম অর্জন করেছে, প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে ৯.৫১%/।

বিগত পাঁচ বছরের মোট প্রিমিয়ামের আয়ের অবস্থান চিত্রের মাধ্যমে নিম্নে প্রকাশ করা হলো ঃ

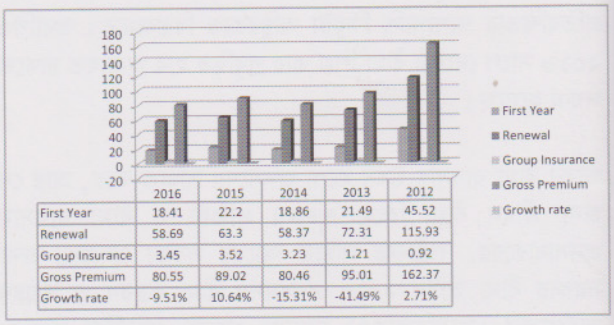

	2016	2015	2014	2013	2012
First Year	18.41	22.2	18.86	21.49	45.52
Renewal	58.69	63.3	58.37	72.31	115.93
Group Insurance	3.45	3.52	3.23	1.21	0.92
Gross Premium	80.55	89.02	80.46	95.01	162.37
Growth rate	-9.51%	10.64%	-15.31%	-41.49%	2.71%

পরিকল্প সমূহ/প্রকল্প অনুসারে আনুপাতিক প্রিমিয়াম আয় ঃ

২০১৬ সাল অনুযায়ী, সকল পরিকল্প সমূহ/প্রকল্প অনুসারে আনুপাতিক প্রিমিয়াম আয়ের বিবরণী চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

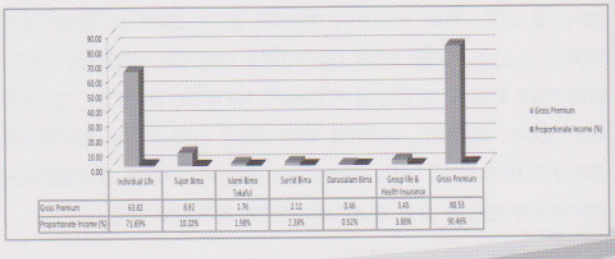

	Individual Life	Sujon Bima	Islami Bima Takaful	Sumil Bima	Darussalam Bima	Group life & Health Insurance	Gross Premium
Gross Premium	63.82	8.92	1.76	2.12	0.46	3.45	80.53
Proportionate Income (%)	71.69%	10.22%	1.98%	2.38%	0.52%	3.88%	90.46%

মোট সম্পদ ঃ

কোম্পানির ২০১৫ সনে ৩১৮.৯১ কোটি টাকার মোট সম্পদের বিপরীতে ২০১৬ সনে ৩৩০.২২ কোটি টাকার মোট সম্পদ অর্জিত হয়েছে যেখানে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৫৫%।

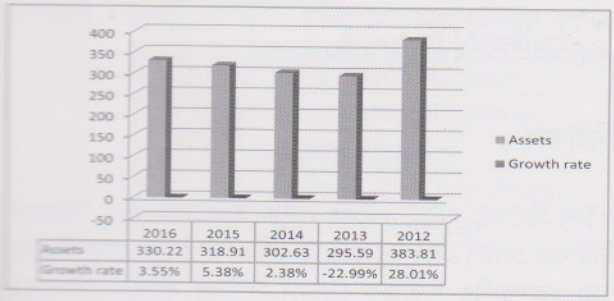

	2016	2015	2014	2013	2012
Assets	330.22	318.91	302.63	295.59	383.81
Growth rate	3.55%	5.38%	2.38%	-22.99%	28.01%

ব্যবস্থাপনা ব্যয় ঃ

২০১৫ সালের ব্যবস্থাপনা ব্যয় ছিল ৪২.৩৯ কোটি টাকা কিন্তু ২০১৬ সালের ব্যবস্থাপনা ব্যয় হয় ৩৮.০১ কোটি টাকা অর্থৎ ৪.৩৮ কোটি টাকা ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। যাহা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো;

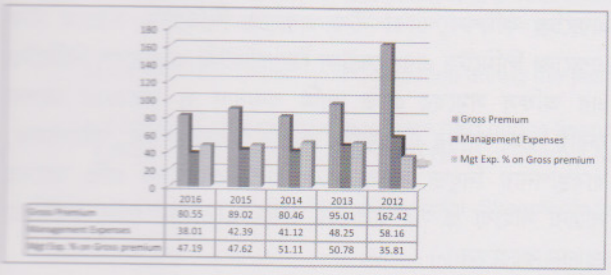

	2016	2015	2014	2013	2012
Gross Premium	80.55	89.02	80.46	95.01	162.42
Management Expenses	38.01	42.39	41.12	48.25	58.16
Mgt Exp. % on Gross premium	47.19	47.62	51.11	50.78	35.81

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুবিধা ঃ

কর্মচারীদের কল্যাণ সাধনে কোম্পানী সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যানার্থে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুয়িটি এবং এক ও একের অধিক ইনসেনটিভ বোনাস প্রদান করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ঃ

নিরীক্ষা, দাবী, প্রশাসন, অর্থ এবং হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক পাঁচটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোম্পানীর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা, দিকনির্দেশনা এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন ঝুঁকি ও অব্যবস্থা হতে সুরক্ষার জন্য এ কমিটিগুলো কাজ করে।

সামাজিক অঙ্গীকার ঃ

উন্নত গ্রাহক সেবার পাশাপাশি কোম্পানী তার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কোম্পানী শীতকালে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থ ও অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং প্রতি বৎসর রমজান মাসে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে থাকে।

পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্বাবলীর বিবৃতি ঃ

কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং উপস্থাপনায় পরিচালকমন্ডলী তাদের দায়িত্বের বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে,

১. কোম্পানীর আইন ১৯৯৪, বীমা আইন-২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বিধি ১৯৮৭ এর বিধানবলীর সাথে কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এবং এতদ্বসঙ্গীয় নোটসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ;
২. কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব প্রস্তুতকাল হিসাব বিজ্ঞানের মান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৩. পরিচালকমন্ডলী হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা নির্দিষ্ট করে সামঞ্জস্যরুপে প্রয়োগ, বিচার-বিশ্লেষন দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, আলোচ্য হিসাবাদিতে কোম্পানরি স্বচ্ছ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
৪. কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড বিধি ১৯৮৭ এর বিধানবলীতে বর্ণিত আইন ও বিধিবিধান মেনে কোম্পানীর হিসাবে প্রতারণা ও অনিয়মের বিষয়ে নিরাপত্তা বিধান ও অনুসন্ধান দ্বারা কোম্পানীর সম্পদ রক্ষনাবেক্ষনে পরিচালকমণ্ডলী যথেষ্ঠ যত্নশীল ছিলেন;
৫. পরিচালকমন্ডলী 'চলমান প্রক্রিয়ায়' বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করেছেন।
৬. আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগকৃত এবং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণকৃত;
৭. গত পাঁচ বছরের হিসাবের উপাত্ত 'আর্থিক আলোকপাত' আকারে সংযোজিত হলো।

বিনিয়োগ ঃ

২০১৬ সালে কোম্পানীর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬৮.১৫ কোটি টাকা, যা এর পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালে ছিল

২৬৩.১৮ কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮৯%। বিগত পাঁচ বছরের বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলোঃ

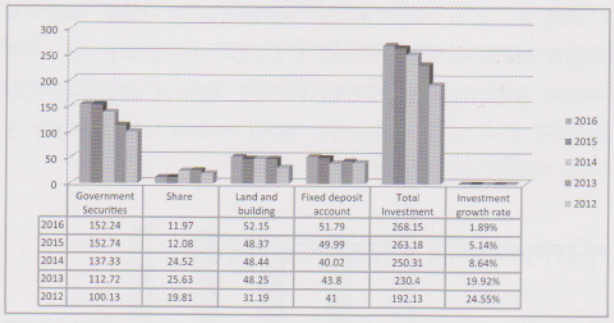

	Government Securities	Share	Land and building	Fixed deposit account	Total Investment	Investment growth rate
2016	152.24	11.97	52.15	51.79	268.15	1.89%
2015	152.74	12.08	48.37	49.99	263.18	5.14%
2014	137.33	24.52	48.44	40.02	250.31	8.64%
2013	112.72	25.63	48.25	43.8	230.4	19.92%
2012	100.13	19.81	31.19	41	192.13	24.55%

শেয়ারহোল্ডারগণের লভ্যাংশ এবং পলিসি হোল্ডারদের বোনাস ঃ

এ্যাকচুয়ারীর সুপারিশ অনুযায়ী কোম্পানীর ২০১৬ সালের জন্য কোম্পানীর সম্পদের একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের ফলাফল এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পদ বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের বিষয় বিবেচনায় রেখে পরিচালনা পর্ষদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেন নাই।

উদ্যোক্তা পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকবৃন্দ এ বছর অবসর নিচ্ছেন এবং যোগ্য বিধায় তারা প্রত্যেকেই পুন:নির্বাচনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১। জনাব গোলাম মোস্তফা আহমেদ।
২। জনাব খুরশিদ আলম (প্রতিনিধি ইসি সিকিউরিটিজ লিঃ।)
৩। জনাব জনাব আব্দুল মালিক।

পাবলিক শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এবং বিধান মতে দুই জন পাবলিক শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহন করবেন এবং যোগ্য বিধায় পুন:নির্বাচনের আবেদন করতে পারবেন।

১। জনাব নাজিম তাজিক চৌধুরী
২। জনাব নাহিদ চৌধুরী

নিরপেক্ষ পরিচালক নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৭ই আগষ্ট ২০১৪ তারিখের আদেশ (নং-এসইসি/সিএমআর আর সিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/অ্যডমিন/ ৪৪অনুযায়ী জনাব সৈয়দ আব্দুল মুক্তাদির অত্র কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নিরীক্ষক ঃ

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ সালের সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য নিরপেক্ষ নিরীক্ষক মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অত্র কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ সুপারিশ প্রদান করেন।

কৃতজ্ঞতা ঃ

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে, অব্যাহত সাহায্য সহযোগিতার জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, পলিসিহোল্ডার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিমিটেড এর অফিস সমূহের প্রতি আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কোম্পানীর এ সাফল্যে অর্জনে পরিচালকবৃন্দ, পৃষ্টপোষক, ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি তাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

পরিশেষে, আমি আবারও পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মচারী ও মাঠ কর্মকর্তা/নির্বাহীদের তাদের আন্তরিক সেবার জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে-

আব্দুল মালিক
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ।